লিজেন্ড অব ডন

ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, পৌরাণিক জাদুকর, বামন, দেবতাঘেরা শহর 'নার'। ড্রিম্যাট্রিক্স গেম স্টুডিও থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ গেম লিজেন্ড অব ডন বিশ্বজোড়া গেমারদের আমন্ত্রণ জানায় নারের সেই রহস্যঘেরা জাদুময় দুনিয়াতে, যেখানে প্রত্যেকের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাদের তরবারি চালনার দক্ষতা আর জাদুশক্তির ওপর। লিজেন্ড অব ডনকে অন্য যেকোনো রোল প্লেয়িং গেম থেকে খুব সহজেই আলাদা করা যায়। কারণ এতে রয়েছে অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা আর অনন্যসাধারণ কী কনফিগারেশন। সম্পূর্ণ

ফ্রি মোড গেম হওয়া সত্ত্বেও গেমারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গেমের ঘটনাপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে না। অস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকরণের জাদুর ক্রাফটিং সুবিধা গেমারকে দেয় সর্বোচ্চ ক্রাফটিংয়ের সুবিধা, যা নেভা-উইন্টার নাইটস বা ওয়ারিওরস অব অরচির মতো গেমগুলোকেও ছেড়ে গেছে। গেমটির শুরুতে বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, পাওয়ার ট্রেন্ডের মাঝ থেকে নিজস্ব চরিত্র নির্ধারণ করে নিতে হয়। এতে রয়েছে ইচ্ছেমতো ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ এবং চলাচলের সুবিধা। গেমার সম্পূর্ণ ম্যাপে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারবেন শুধু একটি শর্তে; আর তা হলো বেঁচে থাকতে হবে। গেমারের ইচ্ছের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। গেমার সম্পূর্ণ ম্যাপে যেখানে খুশি সেখানে যা ইচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করতে পারবেন। আর সবচেয়ে ভালো লাগার মতো ব্যাপার হচ্ছে, লিজেন্ড অব ডন সম্পূর্ণভাবে লোডিংয়ের ঝামেলা থেকে মুক্ত। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ড্রিম্যাট্রিক্স গেম স্টুডিওর গেম প্রণেতারা বলেন, তারা চেষ্টা করেছেন যাতে গেমারের সময়ের অহেতুক অপচয় না ঘটে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গেম ডেভেলপাররা প্রথমত বিশাল মহাদেশ তৈরি করেছেন, যাতে রয়েছে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারা গুহা থেকে শুরু করে বিশাল রাজ-অট্টালিকা, নতুন নতুন অঞ্চলসহ অনেক কিছু। এ বিশাল ম্যাপিংয়ের সুবিধা হল গেমার যখন একদিক দিয়ে গেম খেলতে ব্যস্ত থাকবেন তখন ব্যাক স্ক্রিনে গেমের অন্যান্য উপাদান লোড হতে থাকবে। ফলে নতুন করে কোনো লোডিং স্ক্রিনের ঝামেলা নেই। এর বৈচিত্র্যময় ক্রাফটিং সুবিধা গেমারকে মগ্ন রাখবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর যারা একটু কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, তাদের কল্পনার প্রধান উপজীব্যও হয়ে বসতে পারে লিজেন্ড অব ডন। ছবির মতো অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্রকলা গেমারকে মুগ্ধ করে রাখবে। নারের এলাকাজুড়ে রয়েছে অদ্ভুত জাদুময় রাজ্য, যেখানে পর্বতমালা মহাকর্ষের নিয়ম মেনে চলে না। এখানে আছে ভয়ঙ্কর জঙ্গল, অসংখ্য কারা গুহা, ক্যাম্প, বন্দর এবং ধ্বংস্তূপ, যেগুলো পুরনো যুদ্ধের ক্ষত বহন করে আজো টিকে আছে। হ্রদ, বিশাল পর্বতমালা, ছোট ছোট পাহাড় যেকোনো অভিযাত্রীর হৃদয় হরণ করবে। উড়ন্ত দ্বীপ আর জাদুময় জলাভূমি মাঝেমধ্যেই গেমারকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। এছাড়া রয়েছে পুরনো মন্দির, প্রার্থনাস্থল, যেগুলো হিরন্ময় করে তৈরি করা হয়েছে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। শুধু এখানে যা নিয়ে বলা হয়েছে তা-ই নয়, বরং আরও বহু ফিচার নিয়ে ড্রিম্যাট্রিক্স স্টুডিও সাজিয়েছে গেমটিকে। তাই লিজেন্ড অব ডনের দশকসেরা রোল প্লেয়িং গেম না হয়ে ওঠার পেছনেও কোনো কারণ নেই। চিরায়ত রোল প্লেয়িং গেমের ঘটনাপ্রবাহের সাথে যখন অত্যাধুনিক গ্রাফিক্স এবং মনোরম গেমিং পরিবেশ ও শব্দশৈলী একাকার হয়ে যায়, তখন গেম ছেড়ে উঠে পড়া সত্যিই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ এক্স-পি/উইন্ডোজ ভিসতা/উইন্ডোজ ৭। **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্স ২ ৫০০০। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি এবং ২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/ উইন্ডোজ ৭। **গ্রাফিক্স কার্ড :** ৫১২ মেগাবাইট পিক্সেল শেডার ৩.০ (এনভিডিয়া ৮৮০০/এটিআইএইচডি ৩৮৫০)। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ৮.৫ গিগাবাইট।

রিমেম্বার মি

যুগের পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তথ্য, উন্নত হচ্ছে প্রযুক্তি। তথ্যপ্রবাহের সংরক্ষণের জন্য তৈরি হচ্ছে বহুমাত্রিক বহু যন্ত্র। মহাবিশ্বের সবচেয়ে জটিল তথ্য ধারণ যন্ত্র-মস্তিষ্ককেও এসব যান্ত্রিকতার ভেতরে নিয়ে এসেছে মানুষ। ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় ভবিষ্যতের প্যারিসে, যেখানে স্মৃতির বেচাকেনা হয়। মানুষ ইচ্ছেমতো স্মৃতি বিক্রি করে, কিনে নেয় নিজের মতো সুখ-স্মৃতি। প্রচণ্ড কষ্টের স্মৃতি বিক্রি করে কিনে নেয় প্রিয়জনের সাথে অন্তরঙ্গ কয়েকটি মুহূর্ত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এ ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অর্থ বলে কিছু নেই। এখানে অর্থের পরিপূরক স্মৃতি, স্মৃতি বিক্রি করে খাবার, কাপড় থেকে শুরু করে ড্রাগ– সবকিছুরই বেচাকেনা হয়। স্মৃতিগুলোকে নিয়ে খেলা করে এমনও কিছু মানুষ আছে, তারা স্মৃতি চুরি করে কিংবা বিকৃতি ঘটায় স্মৃতির কোনো নির্দিষ্ট অংশের। রিমেম্বার মিয়ের প্লট গেমারকে নিয়ে যাবে সেই নতুন প্যারিসের প্রেক্ষাপটে। গেম শুরু হয় একটি সায়েন্স ফ্যাসিলিটি থেকে, যেখানে গেমারকে বাধ্য করা হয় শত্রুর চিন্তাধারা, বিভ্রান্তি আর ভয়ঙ্কর সব ভীতিকে গ্রহণ করার জন্য। গেমারকে এখানে খেলতে হবে একজন নারীর ভূমিকাতে। যার নাম নিলীন। ফ্যাসিলিটি থেকে মুক্তি পেয়ে নিলিন দেখা পায় একদল অ্যারিস্টদের এবং সে এটিও বুঝতে পারে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সে তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে এগুলোর আগে-পরে কিছুই মনে করতে পারে না।

নিলিনের বেশে গেমার তখন বেরিয়ে পড়ে অরাজকতা আর অত্যাধুনিক সেই প্যারিসে। খুঁজে বেড়াতে থাকে নিলীনের অতীতকে। এর সাথে প্যারিসকে অপরাধীদের আশ্রম বানিয়ে রেখেছে যারা তাদেরকে খুঁজে বের করার মিশনও চলতে থাকে। একটি অদৃশ্য কণ্ঠস্বর নিলীনকে নিয়ে যায় বিভিন্ন স্থানে, যেখানে তাকে নানা মিশন সম্পন্ন করতে হয়। অদ্ভুত সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক এই গেমে মানুষের মানসিক নানা অনুভূতি এবং তাদের পরবর্তী প্রভাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পৃথিবীতে নানা ধর্ম-বর্ণ, জাতীয়তা, মতবাদের মানুষ বাস করে। যদি এসব কোনো কিছুই না থাকত, তাহলেও শুধু নিজস্ব অনুভূতির বাঁকে বাঁকে মানুষ কত বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে পারে এটা রিমেম্বার মি না খেললে বোঝা দুষ্কর। রিমেম্বার মি গেমটিতে নিলীনকে দেখানো হয়েছে একটি অর্ধ-স্বাধীন সত্তা হিসেবে, যার মন ও কাজের মাঝে অদৃশ্য দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। তাই গেমারকে মাঝেমধ্যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও কিছু মিশনে কাজ করতে হতে পারে, যা হয়তো প্রথমে ঘটনাপ্রবাহের সাথে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। গেমটির প্রধান অপছন্দ করার মতো দিক হচ্ছে গেমার গেমটির অধিকাংশ সময় কী হচ্ছে, কেন তাকে সেগুলো করতে হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবতে হয়। কিন্তু গেমটি এতখানি মনোমুগ্ধকর যে গেমার হয়তো এতকিছু নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশই পাবেন না। নিলীনের আছে মানুষের স্মৃতিকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং অনন্য সাধারণ কমব্যাট স্কিলস, যা যেকাউকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট। নিও-প্যারিসকে যথাক্রমে ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যাধুনিক করে দেখানো হয়েছে গেমটিতে। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার নিলীন নিজে। তার সৌন্দর্যের সাথে তার মোহিনী কণ্ঠস্বর তাকে অনতিক্রমনীয় করে তুলেছে। গেমের অসাধারণ স্থাপনাশৈলী যে কারও কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং যারা ভবিষ্যৎপ্রেমী তাদের উচিত দেরি না করে এখনই রিমেম্বার মি নিয়ে বসে পড়া।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ এক্সপি/উইন্ডোজ ভিসতা/উইন্ডোজ ৭। **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্স ডুয়াল কোর ৫৪০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জি-ফোর্স ৮৮০০ জিটিএস। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ৯ গিগাবাইট।

আল্টিমেট অ্যালায়েন্স ২

সুপার হিরো পছন্দ করেন অথচ মারভেলের আল্টিমেট অ্যালায়েন্স গেমটি খেলেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। মারভেল এবার নিয়ে এলো তাদের অন্যতম জনপ্রিয় গেম আল্টিমেট অ্যালায়েন্সের সিক্যুয়াল আল্টিমেট অ্যালায়েন্স ২। মারভেল ফ্যানরা এদিক দিয়ে খুবই ভাগ্যবান যে ক্যাপকম এবং মারভেল সবসময়ই নতুন নতুন গেম দিয়ে তাদের ব্যস্ত করে রাখে। আল্টিমেট অ্যালায়েন্স ২-এর প্রত্যেক হিরোর রয়েছে নিজস্ব সত্তানুসারে মানসিকতা এবং ক্ষমতা। সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার হচ্ছে, মারভেলের এ গেমটি সম্পূর্ণ অরিজিনাল কমিকের স্টোরি লাইন ফলো করে। ফলে যারাই এ গেম খেলবেন তাদের মনে হবে যেনো তারা নিজেই সেই সুপার হিরোদের

দুনিয়ার অংশ। আল্টিমেট অ্যালায়েন্সের মতোই নতুন-পুরনো বহু হিরোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে গেমের কাহিনী। প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতার সাথে যখন অন্যান্য হিরোর ক্ষমতা যুক্ত হয় তখন সবকিছু মিলিয়ে গেমটি অসম্ভব আকর্ষণীয় এবং মজাদার হয়ে ওঠে। স্পাইডারম্যান থেকে শুরু করে আয়রনম্যান, থর থেকে অ্যাকুয়াম্যান সবার সচ্ছল উপস্থিতি গেমটিকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে ফেলেছে। এখানে বিভিন্ন হিরোর পাওয়ার সমন্বিত করে শতাধিক

কম্বো মুভ তৈরি করা যায়। গেমটি মূলত প্লেস্টেশন ঘরানার হলেও অফিশিয়াল এমুলেটরের সাহায্যে খুব সহজেই গেমটি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সংবলিত কমপিউটারে খেলা যাবে। অরিজিনাল স্টোরি লাইন এবং দুর্দান্ত গ্রাফিক্স গেমটিকে খুব সহজেই প্রথম সারির গেমগুলোর একটি করে দিয়েছে। সুতরাং আর দেরি না করে সুপার হিরোপ্রেমীদের উচিত এখনই গেমটি নিয়ে বসে পড়া।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ এক্সপি/উইন্ডোজ ভিসতা/উইন্ডোজ ৭। **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্স ডুয়াল কোর ৫০০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **গ্রাফিক্স কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট পিক্সেল শেডার ৩.০। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯।

ম্যাস ইফেক্ট ২

যারা ম্যাস ইফেক্ট খেলেছেন বা খেলেননি, গেমিং জগতের কোনো গেমারের কাছেই শেফার্ডের গল্প অজানা থাকার কথা নয়। ম্যাস ইফেক্ট সিরিজের সিক্যুয়েল ম্যাস ইফেক্ট ৩ বের হয়ে গেছে, কিন্তু ৩ নিয়ে কথা বলার আগে ম্যাস ইফেক্ট ২ নিয়ে কথা না বললেই নয়। তাই আগামী পর্বে এ সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ গেমটি নিয়ে রিভিউ লেখার আগেভাগেই ম্যাস ইফেক্ট ২ নিয়ে কিছু কথা বলে নেয়া দরকার। অসম্ভব বিশাল এই বিশ্বজগৎ। এর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সহস্র কোটি নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ। ভবিষ্যতে এ বিশ্বজগতের মাঝে দেখা মিলে বহু প্রাণ, বহু জাতির। এলিয়েন বলতে তখন কিছু নেই। কারণ মহাবিশ্বের প্রতিটি জাতি অপরটির সম্পর্কে অবগত এবং বহুজাতিক বিশ্বে স্বভাবতই জাতিগত

দ্বন্দ্ব আধিপত্যের কারণে নানা যুদ্ধ লেগেই থাকে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তখন ঘটে, যখন মানুষের কলোনিগুলো অদৃশ্য হওয়া শুরু হয়। ম্যাস ইফেক্টের প্রধান প্রটাগনিস্ট সেরবেরাসের কাছে যখন নরম্যান্ডির ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর শেফার্ডের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ যেয়ে পরে, তখন সেরবেরাসের প্রধান দ্য ইল্যুশনিস্ট ম্যানের ডান হাত মিরান্ডা নিজ দায়িত্বে কঠোর এবং ব্যয়বহুল এক প্রজেক্টের মাধ্যমে শেফার্ডকে প্রাণে ফিরিয়ে আনে। জ্ঞান ফেরার পর শেফার্ড দেখতে পায় পৃথিবীর ভয়াবহ দুরবস্থা। কালেক্টর নামে একদল ভয়ঙ্কর কলোনিস্ট জাতি মানুষ এবং অন্যান্য জাতি-অধিবাসীদের নিজেদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য ধ্বংস ও সংগ্রহ করছে। মানবজাতিকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে শেফার্ডের এখন কাজ করতে হবে তার চিরশত্রু সেরবেরাসের সাথে। গঠন করতে হবে আন্তঃমহাজাগতিক যোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ এক টিম। টিম মেম্বারদের প্রতিজনের ওপর আস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের অতীত, ভবিষ্যৎ থেকে ঘুরে আসতে হবে। নানা গ্রহ ঘুরে জোগাড় করতে হবে অভিযানের রসদ, দুর্ঘটনার আলামত। সহযোদ্ধাদের তাদের নিজস্ব যুদ্ধে সহায়তা করতে হবে। এর জন্য শেফার্ডকে দেয়া হবে অত্যাধুনিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংবলিত শিপ নরম্যান্ডি ২। এসময় শেফার্ড এবং তার সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাবিলিটি আপগ্রেড করা যাবে। মিশনে মাঝেমধ্যে প্রভাব ফেলবে আবহাওয়া। ছায়া, কভার এবং টিমওয়ার্ক জেতার প্রধান কৌশল। সাথে নানা ধরনের উত্তরাধুনিক অস্ত্র এবং সরঞ্জাম তো থাকছেই। যারা নিজের দক্ষতায় মহাবিশ্বকে বাঁচাতে চান তারা এখনই নেমে পড়ুন শেফার্ডের ভূমিকাতে। এরপর ম্যাস ইফেক্ট ৩ তো আছেই।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ এক্সপি/উইন্ডোজ ভিসতা/উইন্ডোজ ৭। **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো ২.৬ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন ৬৪ এক্স ডুয়াল কোর ৫২০০+। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট। **ভিডিও কার্ড :** এনভিডিয়া জি-ফোর্স ৬৮০০ জিটিএস। **ডিরেক্ট এক্স :** ডিরেক্ট এক্স ৯। **হার্ডডিস্ক ফ্রি স্পেস :** ১৫ গিগাবাইট।

ফিডব্যাক : riyadzubair@gmail.com